"শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাদ্রাসা শাখা-১
www.tmed.gov.bd

নং-৫৭.০০.০০০০.০৭৫.০১৮.১৮.১৭/৩৩১৬

তারিখঃ ০৪ পৌষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
১৮ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ নেশার জগতে নতুন সংযোজন ইলেকট্রনিক সিগারেট এর ক্ষতিকর প্রভাব সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিবেদন প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত বিশেষ প্রতিবেদনের ছায়ালিপি এতদ্সংগে প্রেরণ পূর্বক সুপারিশ সমুহের প্রয়োজনীয় অংশ সরকারি ও বেসরকারি মাদ্রাসায় বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে

(মোঃ আঃ খালেক মিঞা)
সহকারী-সচিব (মাদ্রাসা-১)
ফোনঃ ৯৫৭৭৪২৪

মহাপরিচালক
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার লেভেল-৩, ৩৭/৩/এ,
ইস্কাটন গার্ডেন রমন, বোড, ঢাকা-১০০০।

অনুলিপিঃ

১. উপ-সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২ প্রোগ্রামার, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (তাকে ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩. অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর,রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, লেভেল-০৩
৩৭/৩/এ,ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।
www.dme.gov.bd

স্মারক নং-৫৭.২৫.০০০০.০০১.৩০.০০১.১৭-০২ তারিখঃ ০১.০১.২০১৮ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য মহোদয়কে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

০১.০১.২০১৮
(মোঃ সাইফুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন), মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
ফোন-৯৩৪৫১৬৭ ইমেইলঃ ddadmeb@gmail.com

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে
১. অধ্যক্ষ, সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা/ সরকারি আলিয়া মাদরাসা, সিলেট/ সরকারি মোস্তাফাবিয়া মাদরাসা, বগুড়া
২. জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল) [তাঁর জেলার সকল মাদরাসায় অবহিতকরণের অনুরোধসহ]
৩. অধ্যক্ষ/সুপার, ...মাদরাসা, পো:....., উপজেলা....., জেলা.....
৪. অফিস কপি।

গোপনীয়

বিষয় ঃ নেশার জগতে নতুন সংযোজন ইলেকট্রনিক সিগারেট এর ক্ষতিকর প্রভাব সংক্রান্তে বিশেষ প্রতিবেদন।

ক। ভূমিকা ঃ

২০০৩ সালে চীনের ফার্মাসিস্ট ডনলিড আধুনিক ই-সিগারেট আবিষ্কার করেন যা ইলেকট্রনিক সিগারেট। ইলেকট্রনিক নিকোটিন ডেলিভারি সিস্টেম, বাষ্পীভবন, অ-ঔষধী নিকোটিন ডেলিভারি সিস্টেম,তরল সিগারেট ইত্যাদি নামেও দেশে-বিদেশে এর পরিচিতি রয়েছে বলে জানা যায়। এ সিগারেট একটি হ্যান্ডহেল্ড ইলেকট্রনিক ডিভাইস যা তামাক ধূমপানের অনুভূতি এনে দেয়। ই-সিগারেট ব্যাবহারকরাকে ভ্যাপিংও বলা হয়। এ সিগারেটের মধ্যে প্রোপাইলিন গ্লাইকোল, গ্লিসারিন এবং ফ্লেভারিংস মিশ্রিত হয়ে নতুন ধরনের এক প্রকার নিকোটিন তৈরি হয়। সাধারন সিগারেটের তুলনায় এ সিগারেটে গন্ধ কম থাকায় উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা এ ইলেকট্রনিক সিগারেটে আসক্ত হয়ে পড়ছে বলে জানা যায়।

খ। ক্ষতিকর প্রভাব ঃ

রাজধানীর ধানমন্ডি ও গুলশানের নামিদামি স্কুলের উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েরা এই সিগারেটকে নেশা হিসেবে ব্যবহার করছে। এ নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে নতুন করে উদ্রেগ ও দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে ধোঁয়া মানে ক্ষতিকর। ধোঁয়া শরীরে অক্সিজেনের অভাব সৃষ্টি করে। উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েরা বাইরে গিয়ে এই সিগারেটের ধোঁয়াকে শখে নেশা হিসেবে ব্যবহার করে। এটা নিকোটিনমুক্ত বলে প্রচার করা হয়। এটাতে নতুন কি ধরণের কেমিক্যাল আছে এবং তা স্বাস্থ্যের জন্য কতটুকু ক্ষতিকর তা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর খতিয়ে দেখছে।

নেশাগ্রস্ত টিনেজাররা এই সিগারেটের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এই সিগারেটের ধোঁয়া ফুসফুসের জন্য ক্ষতিকর। সিসা মাদকের মতই উঠতি বয়সের ছেলেদের এখন ইলেকট্রনিক সিগারেট ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে।

মাদক বিশেষজ্ঞদের মতে ই-সিগারেট হচ্ছে প্রচলিত সিগারেটের একটি আধুনিক বিকল্প। এগুলো সাধারণত লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি দ্বারা চালিত হয় এবং এক ধরনের জলীয় বাষ্প তৈরি করে। এ প্রযুক্তিতে ব্যাটারি অন করার পর এটি একটি হিটিং কয়েলকে উত্তপ্ত করে যাকে অ্যাটোমাইজার বলা হয়। কম তাপমাত্রায় এটি একটি বিশেষ ধরনের তরল পদার্থকে বাষ্পীভূত করে সিগারেটের ধোঁয়ার মত সৃষ্টি করে। প্রচলিত সিগারেটের মতোই এ বাষ্প ধূমপায়ীদের তৃপ্তি আনে।

ভেজিটেবল গ্লিসারিন, সাধারণ গ্লিসারিন যা বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রীতে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। ই-লিকুইডের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আসলে যা বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রীতে ফুড ফ্লেভারে ব্যবহার করা হয়। তবে উন্নতমানের ই-লিকুইডে সাধারণত একাধিক ফ্লেভার মিশ্রন ব্যবহার করা হয় বলে জানা গেছে। ই-লিকুইডে নিকোটিন থাকা বা না থাকা ব্যবহারকারীর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। নিকোটিনের পরিমানের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন শক্তিমাত্রার ই-লিকুইড পাওয়া যায়। ইলেকট্রিক সিগারেটের ধোঁয়া অতিমাত্রায় ব্যবহারে ক্ষতির কারণ হতে পারে। ই-গো স্টাইল স্টার্টার কিট হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ই-সিগারেট মডেল। এগুলোতে রিচার্জেবল লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি থাকে যার আয়ু কমপক্ষে ৬ মাস। এতে বিভিন্ন ধরনের অ্যাটোমাইজার ব্যবহার করা যায় এবং ব্যবহারবিধি অত্যন্ত সহজ। ব্রান্ডভেদে দাম সাধারণত ৮০০ টাকা হতে ৩০০০ টাকা। প্রকারভেদে সাড়ে ৪ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকাও বিক্রি হয়। ই-সিগারেটে ভালো ফ্লেভার এবং তৃপ্তি দিতে পারে বলে জানা গেছে। বিশ্বের কয়েকটি দেশে আবার ই-সিগারেট নিষিদ্ধ। ইলেকট্রনিক সিগারেট সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিভাগের প্রফেসর আতিকুর রহমান বলেন, সিগারেটের ধোঁয়া মাত্রই ক্ষতিকর। শ্বাসকষ্ট হয়। রান্নাঘরের লাকড়ির চুলা থেকে বের হওয়া ধোঁয়াও ক্ষতি করে। তেমনি ইলেকট্রনিক সিগারেট থেকে অতিরিক্ত ধোঁয়া বের হয় তা ক্ষতিকর।

এ বিষয়ে সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি (গবেষণা ও উন্নয়ন) প্রফেসর ডা. শহীদুল্লাহ সিকদার বলেন, ধোঁয়া মানে ক্ষতিকর তাতে কোন সন্দেহ নেই। ধোঁয়ার সঙ্গে অক্সিজেন থাকে না তবে কার্বন-ডাই অক্সাইড থাকে। এর ফলে শরীরের কোষের প্রক্রিয়ার ব্যাহত হয় এবং অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে স্বাভাবিক এনার্জি উৎপাদনে সমস্যা হয়।

গ। <u>পর্যবেক্ষণ ঃ</u>

সাধারনত অভিজাত এলাকা বিশেষ করে গুলশান, ধানমন্ডি, উত্তরা এলাকা ছাড়াও রমনা পার্ক, বেইলি রোডে, স্কুলের ক্লাস চলাকালীন সময়ে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে ছাত্র- ছাত্রীরা ই-সিগারেট বা ইলেক্ট্রনিক সিগারেট প্রকাশ্যে ধূমপান করতে দেখা যায়। এর প্রভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। এ ধরনের নতুন নেশায় আসক্তদের মাধ্যমে যে কোন স্থানে অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে।

ঘ। <u>সুপারিশ ঃ</u>

১। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক সিগারেটের ক্ষতিকর দিকগুলি সম্পর্কে প্রচারের ব্যবস্থা করা।

২। ইলেকট্রনিক সিগারেটের ডিভাইস আমদানির উপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা।

৩। স্কুলগুলোতে বিশেষ করে ইংরেজী মিডিয়ম স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের এই সিগারেটের ক্ষতিকর দিকগুলি তুলে ধরার জন্য কাউন্সিলিং করা।

৪। পারিবারিকভাবে ছেলে-মেয়েদের উপরে নজরদারির বিষয়ে পরামর্শ দেয়া।

৫। এ বিষয়ে গোয়েন্দা নজরদারি করা ।